০৩-০২-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে যজ্ঞ রক্ষক, এই যজ্ঞই তোমাদের মনোবাঞ্ছিত ফল দেবে"

প্রশ্নঃ - এমন কোন্ দুটো কথার আধারে তোমরা ২১ জন্মের জন্য সব দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারো ?

উত্তরঃ - ভালবাসার সাথে যজ্ঞের সেবা করলে আর বাবাকে স্মরণ করলে ২১ জন্ম কখনও দুঃখী হবেনা । দুঃখের অশ্রু ঝরাতে হবেনা । তোমাদের বাচ্চাদের প্রতি বাবার শ্রীমত্ হল, বাচ্চারা বাবা ছাড়া অন্য কোনও বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি কাউকে স্মরণ কোরোনা । বন্ধনমুক্ত হয়ে ভালবাসা দিয়ে যজ্ঞকে রক্ষা করো, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পুরণ হবে ।

গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেওনা . . .

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা এই গান শুনেছ আর এর অর্থও বুঝতে পেরেছ যে, এটা আমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম । এই জন্মে আমরা যাঁকে মাতাপিতা বলি সেই পরম ঈশ্বরের মতানুসারে থেকে আমরা বিশ্বের মালিক হই, কারণ তিনি যে নতুন বিশ্বের রচয়িতা । এই বিশ্বাসে তোমরা এখানে বসে আছ এবং বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার নিচ্ছ । এই পুরনো দুনিয়া এখন ধ্বংসের মুখে, এখানে আর কোনও সুখ নেই । সবাই বিষসাগরে ডুবে আছে । রাবণের শেকলের বন্ধনে দুঃখ ভোগ করে সবাইকে মরে যেতে হবে । এখন বাবা তোমাদের বিশ্ব-রাজ্যের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন । তোমরা বাচ্চারা জানো যাঁর থেকে তোমরা সারা বিশ্বের ধনসম্পদ লাভ করছ তোমরা এখন তাঁর হয়েছ । তিনি আমাদের রাজযোগ শেখান । যেমন একজন ব্যারিস্টার বলতে পারেন সে তোমাকে ব্যারিস্টার বানাতে পারে । বাবা বলেন, স্বর্গে আমি তোমাদের ডবল্ তাজধারী বানাই । আমি তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং তাঁদের রাজত্ব দিতে এসেছি । তোমরা তার জন্য রাজযোগ শিখছ । এইসব জিনিস ভুলে যেওনা । মায়া তোমাদের সবকিছু ভুলিয়ে পরমপিতা পরমাত্মার দিক থেকে সরিয়ে দেবে; এটা মায়ার খেলা । যখন থেকে মায়ার রাজত্ব শুরু হয়েছে তোমরা ঈশ্বরের থেকে সরে গেছ । এখন আর তোমরা কোনও কাজের নও । তোমাদের চেহারা মানুষের মতো হলেও তোমাদের চালচলন বানরের মতো । এখন তোমরা মানুষের চেহারা নিয়ে তোমাদের আচার-ব্যবহার দেবতাদের মতোন তৈরি করছ । সেই কারণে বাবা বলেন, তোমাদের শৈশবের দিন ভুলোনা । এতে কোনও সমস্যা নেই । যারা সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়, আহা ! কি সৌভাগ্য । লৌকিক মাতাপিতা তোমাদের বিকারের দিকে প্রেরণ করেন আর এই মাতাপিতা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যান । তোমাদের জ্ঞানস্নান করিয়ে সুখস্পর্শের উপলব্ধি করান । তোমরা এখানে শান্তিতে বসে আছ । হ্যাঁ, তোমাদের শরীরকে কাজ করতে হয় । তোমরা বেহদের বাবার থেকে সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডারের উত্তরাধিকার লাভ করছ, সুতরাং অন্য কারও স্মরণ ক'রে তোমাদের হয়রান হওয়া উচিত্ নয় । যদি কোনোপ্রকার বন্ধন থাকে তবে সেসবের স্মরণ তোমাদের হয়রান করবে । যদি তোমরা কোনও আত্মীয় অথবা বন্ধু অথবা সিনেমা স্মরণ করো তবে . . . বাবা তোমাদের বলেন, শৈশবের দিন ভুলে যেওনা । যজ্ঞের সেবা করলে এবং বাবার স্মরণে থাকলে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য কোনরকম দুঃখের সম্মুখীন হতে হবেনা । তোমাদের আর দুঃখের অশ্রুও ঝরাতে হবেনা । বেহদের এমন

মাতাপিতাকে তোমাদের ছেড়ে যাওয়া উচিত্ নয় । তোমাদের উচিত্ জ্ঞানযজ্ঞের সেবা করা । তোমরাই যে জ্ঞানযজ্ঞের রক্ষক । সর্বপ্রকারে তোমরা এই জ্ঞানযজ্ঞের সেবা করো । এই জ্ঞানযজ্ঞ থেকেই তোমাদের মনোবাঞ্ছিত ফললাভ হবে অর্থাত্ এই যজ্ঞ তোমাদের জীবনমুক্তি, স্বর্গের রাজত্ব দেবে । সুতরাং, খুব যত্নের সাথে তোমাদের এই যজ্ঞের খেয়াল রাখা উচিত্ । কত শান্তি থাকতে হবে; যাতে কোনও একজন এলে অনুভব করতে পারে যে, এখানে অনবরত সুখশান্তি বর্ষিত হচ্ছে । এখানে কোনরকম আওয়াজ করা তোমাদের পছন্দ নয় । রাবণের রাজ্য থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে এখানে এসেছ । এখন আমরা রামরাজ্যে যাচ্ছি । যারা বন্ধনমুক্ত তাদের পরম সৌভাগ্য ! এমনকি তারা লক্ষপতি, কোটিপতির থেকেও সৌভাগ্যবান কারণ তারা বেহদের বাবার থেকে তাদের উত্তরাধিকার লাভ করছে । যাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে কতো পরম সৌভাগ্য । যারা বন্ধনমুক্ত হয়ে বাবার থেকে বেহদের বরসা নেয় তাদের ভাগ্য খুলে যায় । বাইরে নরকের চরম তীব্রতা যেখানে দুঃখ ছাড়া সুখ নেই । বাবা এখন বলছেন, সব চিন্তা দূরে সরিয়ে ভালবেসে জ্ঞানযজ্ঞের সেবা করো । এই জ্ঞান ধারণ করো । সর্বাগ্রে তোমার জীবনকে হিরেতুল্য বানাও । তুমি শ্রীমত্ অনুসরণ করলে, একমাত্র সেটা সম্ভব হবে । এখানে তোমরা বাচ্চারা সবাই বন্ধনমুক্ত । নিজের স্বভাবও খুব ভালো রাখতে হবে ; সতোপ্রধান হতে হবে । তানাহলে, সতোপ্রধান রাজ্যে তোমরা উঁচু পদ পাবেনা । যজ্ঞ থেকে তোমরা যা পাবে তাই গ্রহণ করো । বাবা অনুভাবী । যদিও অনেক বড় জহুরি ছিলেন তিনি (ব্রহ্মাবাবা), তবুও তিনি যখন কোথাও আশ্রমে যেতেন আশ্রমের সব নিয়ম অনুসরণ করে চলতেন । সেখানে তিনি কোনও জিনিসের জন্য বলতেন না যে, অমুক- অমুক জিনিস আমাকে দাও । যে খাবার সবাই পাচ্ছে তোমারও সেই একই খাবার মহা রয়্যালটির সাথে খাওয়া উচিত্ । এই ঈশ্বরীয় আশ্রমে পরম শান্তি থাকতে হবে । যারা প্রিয়তমের সাথে আছে . . . বাবা এবং দাদা উভয়েই এখানে বসে আছেন । তোমরা তাঁদের সামনে বসে শুনছো । তোমরা যদি এখনও সার্ভিসের উপযুক্ত না হও, তবে কল্প কল্পান্তরে তোমাদের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । অন্ধের লাঠির মতো সহযোগী হয়ে প্রত্যেককে এই মহামন্ত্র দাও । এই হলো সঞ্জীবনী বুটি । কোনও কোনও বাচ্চাকে মায়া একেবারে অবচেতন করে ফেলে । এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের বলা হয় বাবা আর তোমাদের উত্তরাধিকার স্মরণ করো । এটা সঞ্জীবনী বুটি । হনুমান তোমরাই, নম্বর ক্রমানুসারে তোমরা মহাবীর তৈরি হও । অনেকে আছে যারা অজ্ঞানতার মধ্যে পড়ে রয়েছে । তাদের জ্ঞানী বানাতে হবে যাতে তারা তাদের জীবন গড়ে নিতে পারে । তোমাদের দেহের প্রতি কোনও মোহ রাখা উচিত্ নয় । একমাত্র বাবা আর অবিনাশী জ্ঞানরত্নের প্রতি মোহ থাকা উচিত্ । তোমরা যত ধারণ করবে অন্যকে ততই ধারণ করাতে পারবে । বাবা বলেন, আমি জ্ঞানবান আত্মাদের পছন্দ করি । প্রদর্শনীতে সার্ভিসের জন্য বাবা জ্ঞানী বাচ্চাদের খোঁজেন । এটা বোঝানো খুব সহজ । অতি গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিরাও এইসব শুনে খুশি হয়; তারা উপলব্ধি করতে পারে এই সংস্থার মাধ্যমে জীবন তৈরি করা যায় । যাই হোক, তাও মাত্র কোটি কোটির মধ্যে থেকে কয়েকজনই বুঝতে পারে । এই হলো বেহদের সন্ন্যাস । পুরনো এই দুনিয়ায় তোমরা যা দেখছ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে । তোমরা জানো বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে, ঘরে ফিরে যেতে হবে । তারপর আবারও একবার সূর্যবংশীয় কুলে এসে আমরা রাজত্ব করব । আমরা রাজ্য শাসন করি আর তারপরে মায়া আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয় । এটা এইরকমই সহজ কথা ! মিষ্টি-মধুর বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের হৃদয় বাবার সাথে জুড়ে থাকা উচিত্ । যাই হোক, অন্য কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তোমাদের কর্ম করতে হবে । তোমাদের শ্রীমত্ও অনুসরণ করতে হবে । মিষ্টি-মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা ! বাবা বলেন, *"তোমাদের মুখ থেকে অনর্গল জ্ঞান রত্নরাজি ঝরে পড়া উচিত্ কোনও পাথর নয়"* । দুনিয়ার সমাচার সম্পর্কে

কথা বোলোনা, তাহলে, তোমাদের মুখ তেতো হয়ে যাবে । অনবরত একে অপরকে জ্ঞানরত্ন দিয়ে যাও, তোমাদের কাছে ঝুলিপূর্ণ রত্ন আছে যে ! মানুষ বিনাশী ধন- ঐশ্বর্য দান করে । ভারতকে মহাদানী বলা হয়ে থাকে । এই সময় বাবা বাচ্চাদের দান করেন । বাচ্চারা বাবাকে দান করে, বলে - বাবা, এই দেহ সমেত সবকিছু আপনার । তারপরে বাবা আবার বলেন, সারা বিশ্বের এই বাদশাহী তোমাদের । এই পুরনো দুনিয়ার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে , কেন না আমরা এই সময় বাবার সাথে সওদা করে নিই ! বাবা, এই সবকিছু আপনার, ভবিষ্যতে রাজ্যপাট আমাদের দিন । আমরা এই চাই, অন্য কোনও জিনিস আমাদের প্রয়োজন নেই । এইরকম কারও যেন মনে না হয় যে, তন -মন - ধন দিয়ে দিলে অভুক্ত থাকবে । না, এটা হলো শিববাবার ভাণ্ডার, যা থেকে সবার জীবিকা নির্বাহ হতে থাকে আর ক্রমাগত এইরকমই চলবে । উদাহরণস্বরূপ দ্রৌপদী । সেই পার্ট এখন প্র্যাকটিক্যালে হয়ে চলেছে । শিববাবার ভাণ্ডার সর্বদা পরিপূর্ণ । এটাও একটা পরীক্ষা ছিলো, যাদের ভয় হয়েছিলো তারা চলে গিয়েছিলো । যারা বাবার সাথে থাকতে চেয়েছিলো তারা আবার বাবার কাছে ফিরে আসে । না খেয়ে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই । তোমাদের বাচ্চাদের জন্য এখন মহল নির্মাণ হচ্ছে । ভালো থাকতে হলেও মেহনত করে নিজের জন্য উঁচু পদ বানাতে হবে । প্রতি কল্পের এটা এক অঙ্গীকার । যদি তুমি এই সময়ে ফেল্ করো তবে প্রতি কল্পে ফেল্ করতে হবে । পাশও এমনভাবে হওয়া দরকার যাতে মাম্মা -বাবার সিংহাসনে তোমরা বসতে পারো । ২১ জন্মের জন্য তোমরা পরপর সিংহাসনে বসবে । এক বাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ কোরোনা । মুরলি লিখে রাখা খুব ভালো সার্ভিস । সবাই খুশি হয়ে ব্লেসিং দেবে, বাবা এই হাতের লেখা খুব ভালো । তা নাহলে কেউ কেউ লেখে, তাদের লেখা খারাপ । কেউ কেউ লেখে- বাবা তারা মুরলির কিছু জিনিস পরিবর্তন করে আমাদের পাঠায় । আমাদের রত্ন চুরি হয়ে যায় ! বাবা, সেই মুরলি পাওয়া আমাদের অধিকার । আপনার মুখ নিঃসৃত রত্ন আমাদের কাছে আসা উচিত্ । একমাত্র অতি প্রিয়, বিশেষ বাচ্চারা এইরকম বলতে পারে । *মুরলি সেবা যথার্থভাবে করা উচিত্ । সব ভাষা শেখা উচিত্ । মারাঠি, গুজরাটি ইত্যাদি . . . বাবা যেমন করুণাময় ঠিক তেমনই তোমাদের বাচ্চাদেরও করুণাময় হতে হবে । হীরেসম জীবন বানানোর জন্য পুরুষার্থ করে সহযোগী হও* । ওই দুনিয়ার জীবন একেবারে নীরস হয়ে গেছে । তারা একে অপরকে দাঁত দিয়ে কেটে ছিঁড়ে ফেলছে । তারা পতিত হয়ে গেছে । এখন কেন না আমরা বাবার শ্রীমত্ মেনে চলি ! সমর্পণ ভাব দ্বারা আমরা বলতে তো পারি বাবা আমি আপনার হয়েছি ! আপনি যেমন সার্ভিসে চান আমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করুন ! তখন বাবাকে রেস্পান্সিবল হতে হবে । যারা অ্যাসাইলামে আসে বাবা তাদের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন । এই দুনিয়া মলিনতায় ছেয়ে গেছে । ভগবানকে সর্বব্যাপী ব'লে সকলকে ঈশ্বর বিমুখ করে দেয় । যদি তিনি সর্বব্যাপী হন এবং তোমার কাছে বসে আছেন তবে কি প্রয়োজন আছে তাঁকে "হে প্রভু " বলে ডাকার ? যখন তোমরা তাদের বোঝাবে তারা শোরগোল করবে । ওহ্ ! ভগবান নিজেই বলেন, আমি কখনও বলিনা আমি সর্বব্যাপী । এইসব ভক্তিমার্গের লোকেরা লিখে দিয়েছে । আমিও পড়তাম, কিন্তু সেই সময় আমি বুঝিনি এতে ভগবানের গ্লানি হয় ! ভক্তরা কিছু জানেনা, যা কিছু বলো তাকেই সত্যি ব'লে মেনে নেয় । বাবা কতো স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন তারপরেও তারা বাইরে গিয়ে হাঙ্গামা করে । পরে তখন তারা সেখানে গিয়ে দাস-দাসীর পদপ্রাপ্ত হয় । বাবা তোমাদের বলে দিয়েছেন অন্তিমে, যখন সময় হবে সবকিছু জেনে যাবে । ক্রমাগত তোমরা সাক্ষাত্কার করবে অমুকে-অমুকে এই-এই হবে । সেই সময় মাথা নত করতে হবে, সেই খুশিও থাকবে না, যা রাজত্ব প্রাপ্তকারীদের থাকবে । তোমাদের অন্তরে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকবে, তোমরা চকিত হবে- কি হচ্ছে ! যাই হোক তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে, আফসোস করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না ।

বাবা বলবেন, তোমাদের বারবার বোঝানো হয়েছে তাসত্ত্বেও তোমরা সেইসব করেই গেছ । এখন তোমাদের অবস্থা দেখ । কল্প- কল্পান্তর ধরে তোমাদের আফসোস হবে । তিনি নম্বর ক্রমানুসারে সজনীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । নম্বর ওয়ান থেকে শেষ, সবাই বুঝবে । তারা ভালোভাবে পাঠাভ্যাস করেনি তাই শেষে বসে আছে । পরীক্ষা চলাকালীন দিনগুলোতে বুঝতে পারবে তোমরা কতো নম্বরে পাশ করবে । তোমরা বুঝবে, কার কোন পদের প্রাপ্তি হবে ! সার্ভিস না করলে তোমাদের কিছুই প্রাপ্তি হবেনা । পড়ায় এবং সার্ভিসে মনোযোগ দিতে হবে । তোমরা মিষ্টি-মধুর বাবার সন্তান, সুতরাং, তোমাদেরও নিশ্চয়ই ক'রে বাবার মতো খুব মিষ্টি হতে হবে । শিববাবা কতো মিষ্টি, কতো প্রিয় । তিনি আমাদের আবারও একবার সেইরকম তৈরী করছেন । এটা সত্যিই বড় ইউনিভার্সিটি । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) দেহ সহ সবকিছু থেকে মোহমুক্ত হয়ে বাবা আর অবিনাশী জ্ঞানরত্নের প্রতি মোহ রাখতে হবে । জ্ঞানরত্নের দান করে যেতে হবে ।

২) পড়া এবং সার্ভিসে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, বাবার সমান মিষ্টি হতে হবে । সংসার সমাচার শুনে আর অন্যকে শুনিয়ে মুখ তিক্ত করার দরকার নেই ।

বরদানঃ- কম সময়ে সম্পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রাপ্ত করে ডাবল্ লাইট ভব

ডাবল্ লাইট স্থিতি তীব্রগতির পুরুষার্থের লক্ষণ । এইরকম আত্মারা কখনও কোনপ্রকার বোঝা অনুভব করেনা । প্রকৃতি দ্বারা হোক বা ব্যক্তি দ্বারা, যে কোনও পরিস্থিতি উত্পন্ন হোকনা কেন, সবরকম পরিস্থিতি ,স্ব-স্থিতির সামনে সামান্যতমও অনুভব হবেনা । ডবল লাইট অর্থাত্ উঁচু স্থিতিতে থাকলে কোনরকম প্রভাব, প্রভাবিত করতে পারেনা । নীচের কথা, নীচের বায়ুমণ্ডল থেকে উপর-স্থিতিতে থাকায় কম সময়ে সম্পূর্ণ হওয়ার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে পারবে ।

স্লোগানঃ- দুঃখধাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে আর কোনও দুঃখতরঙ্গ তোমার কাছে আসতে পারবে না ।